234012 - রমযান মাস ৩০ দিনের হোক কিংবা ২৯ দিনের হোক ২১ শে রমযানের রাত থেকে শেষ দশক শুরু হয়

প্রশ্ন

আমার এক বন্ধু রমযানের শেষ দশক সম্পর্কে আমার মনে একটি প্রশ্নের সৃষ্টি করেছেন। আমার বন্ধু বলেন: যদি রমযান মাস ২৯ দিনের হয় তাহলে ১৯-২৯ তারিখ পর্যন্ত শেষ দশক হবে। শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলো আমি কিভাবে জানতে পারি? এ ব্যাপারে আপনাদের কী প্রত্যুত্তর?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আলহামদুলিল্লাহ।

রমযানের শেষ দশক ২১ শে রমযানের রাত থেকে শুরু হয়। চাই ৩০দিনে মাস হোক কিংবা ২৯ দিনে। এটি প্রমাণ করে সহিহ বুখারী (৮১৩) ও সহিহ মুসলিমের (১১৬৭) হাদিস: আবু সাঈদ খুদরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের প্রথম দশ দিন ইতিকাফ করলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে ইতিকাফ করলাম। তখন জিবরাঈল (আঃ) এসে বললেন: 'আপনি যা তালাশ করছেন সেটা সামনে'। এরপর তিনি মধ্যবর্তী দশ দিন ইতিকাফ করলেন, আমরাও তাঁর সাথে ইতিকাফ করলাম। তখন পুনরায় জিবরাঈল (আঃ) এসে বললেন: 'আপনি যা তালাশ করছেন সেটা সামনে'। এরপর রমযানের বিশ তারিখ সকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে বললেন: 'যারা আল্লাহর নবীর সঙ্গে ইতিকাফ করতে চান তারা যেন ফিরে আসেন (আবার ইতিকাফ করেন)। কেননা আমাকে স্বপ্নে লাইলাতুল কদর অবগত করানো হয়েছে। তবে আমাকে তা (নির্ধারিত তারিখটি) ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে তা শেষ দশ দিনের কোন এক বেজোড় তারিখে। স্বপ্নে দেখলাম যেন আমি কাদা ও পানির উপর সিজদা করছি। তখন মসজিদের ছাদ খেজুরের ডাল দ্বারা নির্মিত ছিল। আমরা আকাশে কোন কিছুই (মেঘ) দেখিনি। হঠাৎ করে পাতলা একটি মেঘ আসল এবং আমাদের উপর বৃষ্টি নামল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এমন কি আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কপাল ও নাকের অগ্রভাগে পানি ও কাঁদার চিহ্ন দেখতে পেলাম। এভাবেই তাঁর স্বপ্ন সত্যে পরিণত হলো।"

সহিহ বুখারীর অপর এর রওেয়ায়তে (২০২৭) এসছে: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানরে মধ্যম দশকে ইতকিাফ করতনে। এক বছর তনিি ইতকিাফ করলনে। যখন একুশরে রাত এল, যে রাতরে সকালে তনিি তাঁর ইতকিাফ হতে বরে হতনে, তখন তনিি বললনে: যারা আমার সংগে ইতকিাফ করছেে তারা যনে শষে দশকও ইতকিাফ কর।ে আমাকে স্বপ্নে এই রাত (লাইলাতুল কদর) দখোনো হয়ছেলি, পরে আমাকে তা (সঠকি তারখি) ভুলয়িে দওেয়া হয়ছে।ে অবশ্য আমি স্বপ্নে দখেতে পয়েছে যি,ে ঐ রাতরে সকালে আমি কাদা-পানরি মাঝে সজিদা করছ।ি তোমরা তা শষে দশকে তালাশ কর এবং প্রত্যকে বজেোড় রাতে তালাশ কর। পরে এই রাতে আকাশ হতে বৃষ্টি হল। মসজদি ছলি ছাদবহীন। তাই মসজদিে বৃষ্টরি ফোটা পড়ল। একুশরে রাতরে সকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কপালে কাদা-পানরি চহ্নি আমার এ দু'চোখ দখেতে পায়।"

ইবনে হাজার (রহঃ) বলনে:

"এটা সুস্পষ্ট য,ে খোতবাটি ছলি বশি তারখি ভোরে।ে আর বৃষ্টি নমেছে ২১ তারখি রাত।ে"[ফাতহুল বারী (৪/২৫৭) থকেে সমাপ্ত]

সহিহ বুখারী (২০১৭) ও সহিহ মুসলমি (১১৬৭)এর অপর এক রওেয়ায়তে এসছে য,ে "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসরে মাঝরে দশকে ইতকিাফ করতনে। বশি তারখি গত হয়ে যখন সন্ধ্যা হত এবং একুশ তারখি শুরু হত তখন তনিি ঘরে ফরিে আসতনে। এবং তাঁর সঙ্গে যারা ইতকিাফ করছেলিনে সকলইে নজি নজি বাড়ীতে ফরিে আসতনে।" এর থকেওে বুঝা যায় য,ে শষে দশক ২১ শে রমযানরে রাত থকেে শুরু হয়।

এ কারণে সংখ্যা গরষ্ঠি আলমেগণরে মাযহাব (এদরে মধ্যে চার মাযহাবরে ইমামগণও রয়ছেনে) হচ্ছ:ে যে ব্যক্তি শষে দশ দনি ইতকিাফ করতে চায় সে যনে একুশরে রাত শুরু হওয়ার আগে সূর্যাস্তরে পূর্বইে মসজদিে প্রবশে কর।ে

আরও জানতে দখেুন: 14046 নং প্রশ্নোত্তর।

শষে দশকরে বজেোড় রাতগুলো হচ্ছ-ে একুশ, তইেশ, পঁচশি, সাতাশ ও ঊনত্রশি এর রাত।

ইবনে হাজার (রহঃ) বলনে:

লাইলাতুল কদর রমযানরে মধ্যইে রয়ছে।ে এ রাত রমযানরে শষে দশকইে রয়ছে।ে শষে দশকরে বজেোড় রাতগুলোতইে রয়ছে।ে বজেোড় রাতগুলোর সুনর্দিষ্টি কোন রাতে নইে। এ বষিয়ে বর্ণতি হাদসিগুলোর সম্মলিতি নর্দিশেনা এটাই প্রমাণ

করে।[ফাতহুল বারী (৪/২৬০) থকেে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।